দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 APR 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ঢাবিতে মৃত শিক্ষকের লেখা বই নিজ নামে প্রকাশ করেছেন ২ শিক্ষক

□ মোবারক হোসাইন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত শিক্ষকের লেখা বই অবৈধভাবে নিজেদের নামে প্রকাশ করেছেন অন্য দুই শিক্ষক। কপি রাইট আইন লঙ্ঘন করে ভৌত রসায়ন বিষয়ে বাংলাদেশে লিখিত এ মৌলিক বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন তারা। লেখকের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে তার লেখা বই যৌথ উদ্যোগে প্রকাশের বিষয়টি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মহলে সমালোচিত হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, জালিয়াতির মাধ্যমে বইটি প্রকাশ করে ওই দুই শিক্ষক শুধু লেখকের পরিবারকে আর্থিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করেননি বরং আসল লেখকের নৈতিক অধিকারও ক্ষুণ্ন করেছেন। এর ফলে দেশের রসায়ন পাঠে আগ্রহী পাঠক-শিক্ষার্থীরাও প্রতারিত হচ্ছেন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। এ জালিয়াতি ও প্রতারণার সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর এম মাহবুবুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভৌত রসায়ন শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে 'প্রিন্সিপাল অব ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি' নামে বইটির প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে ঢাকার স্টুডেন্ট পাবলিকেশন প্রকাশ করে। এটি যৌথভাবে প্রণয়ন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর এম মাহবুবুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের তখনকার চেয়ারম্যান প্রফেসর এম আলী নওয়াব। তারা দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরস্পর সহকর্মী ছিলেন। প্রথম প্রকাশকাল থেকেই ভৌত রসায়ন বিষয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বইটি হাতেখড়ি হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৯৭৪ সালের জুন মাসে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দেশের রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষক-গবেষক-শিক্ষার্থীরা মৌলিক বই হিসেবেই বইটি পাঠ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় 'অবশ্য পাঠ্য বই' হিসেবে গ্রন্থটি পরিচিতিই পায় 'হক-নওয়াব রসায়ন' নামে। বাজারে গ্রন্থটির কাটতিও অনেক বেশী।

১৯৯৩ সালের ২৩ এপ্রিল প্রফেসর এম আলী নওয়াব মারা যান। তার মৃত্যুর পরও 'প্রিন্সিপাল অব ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি' বইটি হক-নওয়াবের নামে ২০০৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ব্রাদার্স পাবলিকেশন থেকে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে একইনামে বইটির একটি নতুন সংস্করণ বের হয়। কিন্তু এ সংস্করণে বইটির প্রথম দুই প্রণেতার একজন মৃত প্রফেসর এম আলী নওয়াবের নাম উল্লেখ করা হয়নি। বইটির প্রণেতা হিসেবে প্রফেসর এম মাহবুবুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের বর্তমান ডিন প্রফেসর ইউসুফ আলী মোল্লার নাম প্রকাশ করা হয়। নতুন সংস্করণে বইটির আদি নাম 'প্রিন্সিপাল অব ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি' ঠিক রেখে এর সাথে যুক্ত করা হয় 'সম্পূর্ণ পরিমার্জিত সংস্করণ: ২০০৯' (ফুললি রিভাইজড ভার্সন-fully revised version)। অথচ এ সর্বশেষ সংস্করণেই দাবি করা হয়েছে ১৯৬৮ সালে বইটি প্রথম এবং ১৯৭১ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রফেসর আলী নওয়াবের ছাত্র ছিলেন বইটিতে নতুন লেখক হিসেবে উল্লেখিত প্রফেসর ইউসুফ আলী মোল্লা।

কোনো লেখক মারা যাওয়ার পর লিখিত বইয়ে ঐ লেখকের অন্তত ৬০ বছর অর্থনৈতিক স্বত্বাধিকার থাকে। অথচ প্রফেসর আলী নওয়াব মারা যাওয়ার ১৬ বছর না পেরোতেই যৌথভাবে লিখিত বইটি থেকে লেখক হিসেবে তার নাম বাদ দেয়া হয়েছে। এতে লেখকের পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কপিরাইট আইন-২০০০ (সংশোধিত-২০০৫)-এর ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'প্রণেতার জীবনকালে প্রকাশিত কোন সাহিত্য, নাট্য, সংগীত বা শিল্প কর্মের (ফটোগ্রাফ ব্যতীত) কপিরাইট তাহার মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসর হইতে গণনা করিয়া ষাট বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে।' এ ধারার ব্যাখ্যায় যৌথভাবে প্রণীত বইয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- 'যৌথ ভাবে প্রণীত কর্মের ক্ষেত্রে, 'প্রণেতা' অর্থে যে প্রণেতার মৃত্যু শেষ হইয়াছে তাহাকে বুঝিতে হইবে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক প্রফেসর বলেন, যদি লেখকের মৃত্যুর পর ৬০ বছর পর্যন্ত তার কপিরাইট থাকে, তবে বিষয়টি নীতিসিদ্ধ হয়নি। এক্ষেত্রে নতুন দুই লেখকের বই প্রকাশের বিষয়টি সঠিক নয়।

নতুন-পুরাতনে ৮০ ভাগই মিল।

'প্রিন্সিপাল অব ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি' বইটির পুরনো এবং ২০০৯ সালের সংস্করণ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নতুন সংস্করণের প্রায় ৮০ ভাগ পুরনো সংস্করণের সাথে হুবহু মিলে যায়। দুই বইয়ের শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন, ভাষা, ভাব প্রায় একই। পুরনো সংস্করণের (হক-নওয়াব) বইটি ছিল ১৩টি অধ্যায় বিশিষ্ট। আর নতুন সংস্করণের (হক-মোল্লা) বইটিতে রয়েছে ২০টি অধ্যায়। এক্ষেত্রে হক-নওয়াব বইয়ের একটি অধ্যায়কে ভেঙ্গে দুই-তিনটি অধ্যায় বাড়ানো হয়েছে। হক-নওয়াব বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ভেঙ্গে হক-মোল্লা বইয়ে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে পরিণত করা হয়েছে। হক-নওয়াব বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়কে, দশম অধ্যায়কে এবং ১২তম অধ্যায়কে ভেঙ্গে হক-মোল্লা বইয়ে যথাক্রমে অষ্টম ও নবম, ১৮তম ও ১৯তম এবং ১৪, ১৫ ও ১৬তম অধ্যায়ে পরিণত করা হয়েছে। হক-মোল্লা বইয়ে ১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত ১৭তম অধ্যায়টিই নতুন সংযোজন করা হয়েছে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, হক-নওয়াব বইটি ৫২৩ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট আর হক-মোল্লা বইটি ৫৬৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। প্রথম বইয়ের প্রায় ৮০ভাগ লেখা দ্বিতীয় বইয়ে রয়েছে। হক-নওয়াব বইয়ে উল্লেখিত ১৮৩টি চিত্রের মধ্যে ১৪৩টি চিত্র হক-মোল্লা বইয়ে রয়েছে। এমনকি প্রথম বইটির ৫৯টি টেবিলের মধ্যে দ্বিতীয় বইটিতে ৩৮টি টেবিল উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই বইয়ে একই ভুল

হক-মোল্লার তুলনামূলক ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয় দুই বইয়ে একই বিষয়ে একই স্থানে ভুল হওয়ায়। হক-নওয়াব বইয়ে ২.৬ নম্বর টেবিলের পর ভুলবশতঃ ২.৮ ছাপা হয়েছে। হক-মোল্লা বইয়েও ২.৬ নম্বর টেবিলের পর ২.৮ ছাপা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের প্রশ্ন হক-মোল্লা বইটি যদি ফুলি রিভাইজড ভার্সন বা সম্পূর্ণ পরিমার্জিত সংস্করণই হয় তবে একই স্থানে একই ভুল কেন?

অভিযোগ উঠেছে, বইটির প্রথম দুই প্রণেতার একজন প্রফেসর মাহবুবুল হকের অগ্নিপতি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা। নিজ অগ্নিপতিকে সুবিধা দিতেই প্রফেসর হক এ অন্যায় কাজ করেছেন। বিষয়টি জানতে চাইলে প্রফেসর ইউসুফ আলী মোল্লা বলেন, এটা কোনো সমস্যা নয়। এ বিষয়ে কোনো ধরনের আলোচনা করতে চাই না।